যুদ্ধাপরাধের বিচার কেন জরুরি

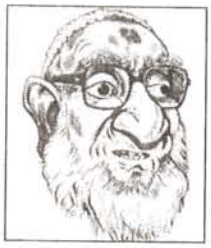

শুধু ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠার জন্যই নয়, যুদ্ধাপরাধীদের বিচার হওয়া আরো নানা কারণে জরুরি। গোলাম আযমের বিচারের কথাই ধরা যাক। আজ যদি যুদ্ধাপরাধের দায়ে তার বিচার না হতো বা বিচার অসম্পূর্ণ থেকে যেত তাহলে বিবিসির মতো প্রভাবশালী গণমাধ্যমও হয়তো বলত, ধর্মীয় নেতা গোলাম আযমের জীবনাবসান। বিচার হওয়ার কারণে দায়িত্বশীল গণমাধ্যমগুলোরও হাত-পা বাঁধা। তাদের বলতেই হচ্ছে, যুদ্ধাপরাধের দায়ে সাজাপ্রাপ্ত যুদ্ধাপরাধী গোলাম আযম মারা গেছেন। সঙ্গে জুড়ে দিতে হচ্ছে তার কুকর্মের ফিরিস্তি।

আলম মোহাইমিন
শিবপুর, নরসিংদী

বন্ধ হোক এ অপচেষ্টা

আমাদের দেশের বিভিন্ন ক্ষেত্রে প্রশ্নপত্র ফাঁস সত্যিই ভীষণ চিন্তার বিষয় হয়ে দাঁড়িয়েছে। এখন যারা বিভিন্ন স্তরে পড়াশোনা করছেন, তারা এক সময় দেশের হাল ধরবেন। দেশের উন্নতি এই শিক্ষার্থীদের ওপরই নির্ভর করবে। কিন্তু ফাঁস হওয়া প্রশ্নপত্রে উত্তীর্ণদের মেধার মূল্যায়ন বাস্তবিক অর্থেই দুরূহ। প্রশ্নপত্র পাওয়ার ফলে পড়াশোনা না করেও ভালো রেজাল্ট করা রায়। তাই প্রশ্নপত্র ফাঁস রোধে সবাইকে কাজ করতে হবে।

সঞ্জিত মণ্ডল
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

তারা কেবলই ফটোসাংবাদিক

কোনো কোনো সাংবাদিক দীর্ঘদিন সাংবাদিকতা করার পর সম্পাদক হন, খ্যাতি পান, সাংবাদিক নেতা হন, রাষ্ট্রযন্ত্রের অংশীদারও হন। তিনি সাংবাদিকতা ছেড়ে দিলেও তাকে সিনিয়র সাংবাদিক বলা হয়, প্রবীণ সাংবাদিক হিসেবে শ্রদ্ধা করা হয়। কিন্তু একজন ফটোসাংবাদিক আজীবন ফটোসাংবাদিকই থেকে যান। লোকে বলে, ক্যামেরাম্যান, ক্যামেরাওয়ালা ইত্যাদি। অনেক পত্রিকাও 'ফটো' শব্দের পর 'সাংবাদিক' লাগানোর বিরোধী। সমাজে যেন ফটোসাংবাদিকের কোনো অবদান নেই।

সেলিম আনোয়ার
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

আর দেখা হলো না স্যার!

সংগীতশিক্ষক খোদাবক্স সানু আর নেই। তার মৃত্যুতে গভীর শোক প্রকাশ করছি। কলেজে থাকা অবস্থায় সানু স্যারের সঙ্গে পরিচয়। তিনি বলতেন, গান শেখো, ভালো করবে। হিসাববিজ্ঞানের কোচিং না করে গান শিখতে গেলাম। বাসায় জানত না। স্যার অনেক যত্ন করে নিজের ছেলের মতো করেই শেখাতেন। তবে একমাসের বেশি চালিয়ে যেতে পারিনি। হিসাববিজ্ঞান মাথায় ঢুকছিল না। বাধ্য হয়েই বাদ দিতে হলো। লজ্জায় স্যারকে বলতে পারিনি, স্যার আর গান করব না। অনেকটা না বলেই ছেড়ে দিলাম। তারপর থেকে স্যারের সঙ্গে আর কখনো দেখা করার সাহস হয়নি।

তনুজা
রমনা, ঢাকা

এ দুর্ভোগ আর কতকাল

ঢাকার রাস্তাঘাটের দুরবস্থা বর্ণনাতীত। দিন দিন চলাচলের অনুপযোগী হয়ে পড়ছে। ঢাকা শহরের অন্যতম প্রধান সড়ক মালিবাগ সড়কের কথাই ধরুন। রাস্তার এ কী বেহাল দশা! বৃষ্টি হলে তো কথাই নেই। যেন সেরের ওপর সোয়াসের! মালিবাগ মোড়ের রাস্তার একাংশ মালিবাগ-মৌচাক ফ্লাইওভার নির্মাণের জন্য ব্লক করা হয়েছে, বাকিটা ভাঙা, যা জনদুর্ভোগের কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে। তাই সমস্যা সমাধানে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের সুনজর কামনা করছি। শুধু কথা নয়, পদক্ষেপ দেখতে চাই।

মো. আবদুল মোতালেব
ইন্ডিপেন্ডেন্ট ইউনিভার্সিটি
বাংলাদেশ

এ মাটি যুদ্ধাপরাধীদের জন্য নয়

আমার দেশে আর ক্ষুদিরামদের জন্ম হয় না। নতুবা গোলাম আযমের কেন জানাজা হয়? আর কেনইবা আমাদের দেশের মাটিতে কবর দেয়ার অনুমতি দেয়া হয়? যে মাটিতে লাখো মুক্তিযোদ্ধার সমাধি, সেখানে এমন একজন যুদ্ধাপরাধীর কবর হয় কীভাবে? অথচ ইতালিতে এখনো যুদ্ধাপরাধীদের কবর দেয়া যায় না। ইতালির জনগণকে আপস করাতে পারে না সেখানকার সরকার।

ফারজানা কবীর স্নিগ্ধা
কোলন, জার্মানি

মহাপ্রয়াণে আমাদের প্রস্তুতি

ভাষা মতিন হিসেবে পরিচিত ভাষাসৈনিক আবদুল মতিন আমাদের মাঝে নেই। নীরবেই তিনি বিদায় নিলেন। রাষ্ট্র তাকে শেষ শ্রদ্ধা জানায়নি। রাষ্ট্রীয়ভাবে তাকে নিয়ে স্মরণসভা ও আলোচনা সভার আয়োজন করা উচিত ছিল বলে আমি মনে করি। যথাযথ সম্মানের সঙ্গে আমরা তাকে বিদায় জানাতে পারিনি। এমন বীর সেনানীদের যখন মহাপ্রয়াণ হয় তখন আমরা যেন যথাযথভাবে তাদের বিদায় জানাতে পারি, সেজন্য আমাদের প্রস্তুতি থাকা চাই। আশা করি এ বিষয়ে সংস্কৃতি ও মুক্তিযুদ্ধবিষয়ক মন্ত্রণালয়ের বোধোদয় হবে।

নিবারণ চক্রবর্তী
বাসাবো, ঢাকা

পুলিশের ভাবমূর্তি ও আমাদের অনাস্থা

সাম্প্রতিককালে সংঘটিত পুলিশের

স্ন্যাপশট

অঞ্জনা

ছবি : আব্দুস সাত্তার সজীব, *যাত্রাবাড়ী, ঢাকা*

নেতিবাচক কর্মকাণ্ড শুধু পুলিশ বাহিনীকেই বিব্রত করেনি, সরকারকেও বিব্রত করেছে। শারীরিক নির্যাতনের ঘটনা থেকে শুরু করে গুলি করে মানুষ হত্যার মতো ঘটনা ঘটিয়েছে কিছু বিপথগামী পুলিশ কর্মকর্তা। নারী নির্যাতনের অভিযোগও রয়েছে। তবে আশার কথা হলো, বেশিরভাগ ঘটনার বিপরীতে প্রশাসনের পক্ষ থেকে ব্যবস্থা নেয়া হয়েছে। মামলাও হয়েছে। কিছু ঘটনার তদন্তও চলছে। আশা করি, নিরপেক্ষভাবে দোষীদের শাস্তির আওতায় এনে পুলিশের ভাবমূর্তি ও মানুষের আস্থা পুনরুদ্ধার করা হবে।

ফারহানা শিকদার মৌ
ধানমন্ডি, ঢাকা

শিক্ষার মান!

শিক্ষামন্ত্রী নুরুল ইসলাম নাহিদ বলেছেন, বেশি শিক্ষার্থী কৃতকার্য হলেই শিক্ষার মান খারাপ বলা যাবে না। টেকনিক্যালি কথাটি ঠিক। কিন্তু তারপরও আমরা অভিভাবকরা তার কথার সঙ্গে একমত নই। কারণ উচ্চহারে কৃতকার্য হওয়ার ঘটনা অস্বাভাবিক এবং প্রশ্নবিদ্ধ। পাসের হার বেশি দেখানোর জন্যই কৃত্রিম উপায়ে পাসের হার বাড়ানো হচ্ছে বলে সন্দেহ থেকেই যাচ্ছে। সন্দেহ অমূলক নয়। এ প্লাসের বিপরীতে ভর্তি পরীক্ষায় পাসের হার অসামঞ্জস্যপূর্ণ। শিক্ষার গুণগত মান অর্জনে আমরা অনেক আগে থেকেই পিছিয়ে আছি। সেই অনগ্রসর শিক্ষায় এই নতুন ট্রেন্ড গোদের ওপর বিষফোঁড়া ছাড়া কিছুই নয়।

মোজাম্মেল হোসেন
জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়

বিশ্ব মোড়লদের মাথাব্যথা নেই

হংকংয়ে গণতন্ত্রপন্থী আন্দোলনকারীরা এখনো রাস্তায় অবস্থান করছে। সরকারের সঙ্গে আন্দোলনরত ছাত্রনেতাদের আলোচনা ফলপ্রসূ হয়নি। কোনো অগ্রগতি নেই। আন্দোলন আরো জোরদার হচ্ছে। ওদিকে চীনের আজ্ঞাবহ প্রশাসনও অনড়। ছাত্রনেতাদের অভিযোগ, প্রশাসনই টালবাহানা করছে এবং অর্থবহ প্রস্তাব দিতে ব্যর্থ হয়েছে। সার্বিক পরিস্থিতি বলছে, আলোচনার পথ রুদ্ধ হওয়ার পথে। আমাদের আশঙ্কা, আলোচনার পথ রুদ্ধ হয়ে গেলে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে যেতে পারে এবং তখন হতাহতের ঘটনাও ঘটতে পারে। অথচ বিশ্ব মোড়লদের বিষয়টি নিয়ে মাথাব্যথা নেই।

শামসুল ইসলাম
জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়

কারসাজির বিদ্যুৎ বিল

ভারতের বিহারে মাত্রাতিরিক্ত বিদ্যুৎ বিলের রসিদ দেখে হার্ট অ্যাটাকে একজন মারা গেছেন। বাংলাদেশেও এই পরিস্থিতি তৈরি হচ্ছে। দুর্নীতিবাজ সরকারি কর্মকর্তারা বিভিন্ন কারণে বিদ্যুৎ বিল ম্যানুপুলেট করে থাকেন। কোনো কারণ ছাড়াই অস্বাভাবিক ও অবৈধভাবে বিদ্যুৎ বিল বাড়িয়ে দেয়া হয়। সেই বিদ্যুৎ বিল কমানোর একটি পথ তারা খোলা রাখেন। অর্থাৎ, গ্রাহককে ঘুষ দিয়ে সমঝোতায় আসতে বাধ্য করেন। কারসাজির মাধ্যমে তৈরি করা মাত্রাতিরিক্ত বিদ্যুৎ বিল দেখে হার্ট অ্যাটাক হওয়া বিস্ময়কর ঘটনা নয়। অন্যদিকে স্বাভাবিক বিদ্যুৎ বিলও লাফিয়ে লাফিয়ে বাড়ছে।

পান্না সরকার
সোনারগাঁও, নারায়ণগঞ্জ

ভারতীয় চলচ্চিত্রে তথ্যবিভ্রাট

বলিউডে একটি নতুন ছবি আসছে। 'রোয়ার : টাইগার্স অব দ্য সুন্দরবনস'। এটি কি আমাদের বিশাল ও অপূর্ব ম্যানগ্রোভ বন, নাকি ভারতের এক চিলতে সুন্দরবন তা স্পষ্ট নয়। ছবিটির ট্রেইলার প্রদর্শিত হচ্ছে। সেখানে কতগুলো টাইগার দেখানো হচ্ছে, কিন্তু একটিও সুন্দরবনের বেঙ্গল টাইগার নয়। সিনেমার বাঘগুলোর মধ্যে একটির গায়ের রঙ সাদা! সাইবেরিয়ান বাঘ সুন্দরবনে কোত্থেকে এলো! ভারতের কিছু চলচ্চিত্র নির্মাতা কোনো প্রকার হোমওয়ার্ক ছাড়াই যে সিনেমা নির্মাণ করছেন এটি তারই প্রমাণ। এর আগের গুন্ডে ছবিতেও এমনটা দেখা গেছে।

প্রবীর চন্দন
গেন্ডারিয়া, ঢাকা

হরতালকে পচানো হয়েছে

এক সময় হরতাল ছিল প্রতিবাদের ভাষা। গণআন্দোলনের হাতিয়ার, বঞ্চিত মানুষের ক্ষোভের বহির্প্রকাশ। কিন্তু এখন হরতাল মানেই ধ্বংসযজ্ঞ, হরতাল মানে হত্যাকাণ্ড, হরতাল মানে অন্যের অধিকার হরণ। হরতালের সাম্প্রতিক রূপ সাধারণ মানুষকে ক্ষুব্ধ করছে। তাই তারা আর হরতালকে পাত্তা দেন না। 'হরতাল' শব্দটিই পচে গেছে। পচিয়েছে স্বার্থান্বেষী রাজনৈতিক ও ধর্মীয় মহল। হরতালকে এমন জায়গায় নিয়ে যাওয়া হয়েছে, যৌক্তিক ও ন্যায়সঙ্গত হরতাল দিলেও সাধারণ মানুষ তা আর আমলে নেয় না।

মুমেন খান
মানিক মিয়া অ্যাভিনিউ, ঢাকা

ভেজাল রোধে মহাপরিকল্পনা নেই

এত কথা হলো, এত সেমিনার হলো, গোলটেবিল বৈঠক হলো, সংবাদমাধ্যমে প্রতিবেদনের পর প্রতিবেদন প্রকাশিত হলো। তারপরও আজ পর্যন্ত ভেজাল খাবার প্রতিরোধে দীর্ঘমেয়াদি পরিকল্পনা গ্রহণ করা হলো না। ক্যান্সার এখন প্রায় ঘরে ঘরে। ব্লাড প্রেসার, ডায়াবেটিস, হৃদরোগের বিস্তার ঘটছে। এর অন্যতম প্রধান কারণ খাদ্যদ্রব্যে ভেজাল। প্রাকৃতিক খাবারও ভেজালের বাইরে নয়। নিরাপদ খাদ্য নিশ্চিত করার জন্য যে মহাপরিকল্পনা হাতে নেয়া জরুরি তার দেখা নেই। সবাই শুধু বড় বড় কথা বলে। এদিকে সাধারণ মানুষের অবস্থা শোচনীয়।

শামীম হায়দার
মিরপুর, ঢাকা

অর্থনীতিতে নারীশ্রমের অবমূল্যায়ন

সম্প্রতি একটি গুরুত্বপূর্ণ তথ্য পাওয়া গেছে। সিপিডির গবেষণা বলছে, ১২ দশমিক ১ শতাংশ কাজ জাতীয় আয়ের (জিডিপি) অন্তর্ভুক্ত হয় না। বিভিন্নভাবে নারীরা সমাজে অবদান রেখে যাচ্ছেন। তার মধ্যে ১২ দশমিক ১ শতাংশ কাজ অ-অর্থনৈতিক কাজ হিসেবে বিবেচনা করে জিডিপির আওতায় আনা হয় না। অন্তর্ভুক্ত না করার মাধ্যমে নারীর অবদানকে ছোট করা হচ্ছে বলে আমি মনে করি। নারীর এই অ-অর্থনৈতিক কাজগুলোকে আর্থিক মূল্য বের করে তা জিডিপিতে যোগ করা সময়ের দাবি।

শাহনাজ পারভীন
সাভার, ঢাকা

ইন্টার্ন ডাক্তারদের স্পর্ধা

ইন্টার্ন ডাক্তারদের হাতে আবারো সাংবাদিক লাঞ্ছিত ও আহত হয়েছেন। রংপুর মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে এই মারধরের ঘটনা ঘটে। ইন্টার্ন ডাক্তাররা বারবার সাংবাদিক পেটানোর স্পর্ধা পান কীভাবে? কথায় কথায় এমন ন্যক্কারজনক ঘটনা ঘটছে। এবার একাত্তর ও আরটিভির সাংবাদিকরা মারধরের শিকার হলেন। এ বিষয়ে অভিযোগ জানাতে পরিচালকের কক্ষে সাংবাদিকরা ছুটে গেলে সেখানে তাদের আটকে রাখা হয়। ইন্টার্ন ডাক্তার থাকা অবস্থায় এই যদি হয় আচরণ, তাহলে পুরোপুরি পেশাদার হওয়ার পর এরা কী করবেন?

শফিক আহমেদ
দাউটিবাজার, রংপুর

অতৃপ্তি থেকেই মহান সৃষ্টি

মানুষের নিয়তিই এই সে কোনো কিছুতেই শতভাগ সম্পূর্ণ নয়। একজন মানুষ শতভাগ চতুর যেমন হতে পারে না, তেমনি শতভাগ বোকাও হতে পারে না। শতভাগ ভালোও হতে পারে না, শতভাগ মন্দও হতে পারে না। এটি তার ইচ্ছেশক্তির ওপরও নির্ভর করে না। অদ্ভুত এক অবস্থা! অথচ এই শতভাগ শতভাগ করতে করতেই মানুষ শেষ হয়ে যায়। কিন্তু শতভাগ যে সোনার হরিণ! অতৃপ্তি থেকেই যায়। অসম্পূর্ণতা নিয়ে আমাদের শত অভিযোগ। কিন্তু মাঝে মাঝে তো মনে হয় এই অসম্পূর্ণতা শুধু মানবজীবনকেই নয়, গোটা বিশ্বব্রহ্মাণ্ডকেই সম্পূর্ণ করেছে।

আবুল কালাম
উত্তরা, ঢাকা

পাঠক ফোরামে লেখা ও ছবি পাঠানোর ঠিকানা
পাঠক ফোরাম, সাপ্তাহিক ২০০০
ডেইলি স্টার সেন্টার, ৬৪-৬৫ কাজী নজরুল ইসলাম অ্যাভিনিউ, ঢাকা-১২১৫
ই-মেইল : info.shaptahik2000@gmail.com